২২-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদগতিতে যেতে চাইলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে বাবা, আমি কেবল তোমাকেই স্মরণ করবো।"

প্রশ্ন:- কোন পুরুষার্থের আধারে সত্যযুগের জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হয়?

উত্তর:- এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়ার পুরুষার্থ করো। পুরাতন দুনিয়ার প্রতি আমিত্বকে ত্যাগ করে যখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাবে, তখনই সত্যযুগের জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন ট্রাস্টি হও। পুরাতন জঞ্জাল যা কিছু আছে সব কিছু ট্রান্সফার করো, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গতে এসে যাবে। বিনাশ অতি নিকটে, তাই এখন পুরাতন ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে নাও।

গীত:- ভোলানাথের মতো কেউ নেই... অনুপম তিনি ...
(ভোলানাথ সে নিরালা...)

ওম্ শান্তি। তোমরা হলে শিক্ষার্থী। উঁচুর থেকেও উঁচু জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাই অবশ্যই নোট করতে হবে কারণ পরে রিভাইজ করা বা অন্যকে বোঝাতে সুবিধা হয়। নাহলে মায়া এমনই যে অনেক পয়েন্টকে ভুলিয়ে দেয়। এইসময় মায়ারূপী রাবণের সঙ্গে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের যুদ্ধ হচ্ছে। তোমরা যত শিববাবাকে স্মরণ করবে, মায়া তত ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। জ্ঞানের পয়েন্টও ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও খুব ভালো পয়েন্ট স্মরণে আসবে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভুলেও যাবে কারণ এই জ্ঞান হল নতুন। বাবা বলছেন, আগের কল্পেও তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে এই জ্ঞান দিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণদেরকেই তিনি ব্রহ্মামুখের দ্বারা আপন করে নেন। এইসকল কথা কোনো গীতাতে লেখা নেই। শাস্ত্র তো পরবর্তীকালে বানানো হয়। বাচ্চাদেরকে এটা বোঝানো হয়েছে যে আগে হল জ্ঞান, তারপরে ভক্তি। প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো-তে আসে। মানুষ যখন রজো-তে আসে তখন থেকে ভক্তি শুরু হয়। সতোপ্রধান সময়ে ভক্তি করা হয়না। নাটকে ভক্তি মার্গের জন্যও সময় নির্দিষ্ট আছে। এই সকল শাস্ত্র ইত্যাদি ভক্তিমার্গে কাজে আসে। তোমরা জ্ঞান-যোগের যেসব বই বানাও সেগুলো পুনরায় পাঠ করে সতেজ হওয়ার জন্য। কিন্তু শিক্ষককে ছাড়া তো কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীমদ ভগবানই হলেন গীতার শিক্ষক। তিনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা, স্বর্গের রচনা করেন। তিনি যেহেতু সকলের বাবা তাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া উচিত। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুর চিত্রতে ৪ বর্ণ তো দেখানো হয়, তাই না? দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র... এবং পঞ্চম বর্ণ হল ব্রাহ্মণ। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এইসব জানেই না। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ ধর্ম। মানুষ উচ্চ থেকেও উচ্চ পরমাত্মাকেই ভুলে গেছে। শিব হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয় যার কোনো অর্থই হয়না। যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তিন ভাই হয় তাহলে তাদের একজন বাবাও থাকবে। সেই বাবাই হলেন ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা এবং ক্ষত্রিয় - এই তিন ধর্মের রচয়িতা, যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। দেবতাদেরকেও ভগবান বলা যাবে না , তাহলে কোনো মানুষকে কিভাবে বলা যাবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, তারপরে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর। এই জগতে প্রথম হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শুরু

শুরুতে শিব জয়ন্তীর গায়ন করা হয়। কিন্তু কোথাও ত্রিমূর্তি জয়ন্তী দেখানো হয়না। কারণ এই তিনজনকে কে জন্ম দেন সেটা কারোর জানা নেই, বাবাই এসে বলেন। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, বিশ্বের মালিক, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। স্বর্গে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেন। সূক্ষ্মবতনে তো রাজত্বের কোনো প্রশ্নই নেই। এখন যে পূজ্য হচ্ছে তাকেই আবার পূজারী হতে হবে। দেবতা, ক্ষত্রিয়... তারপর এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছে। কেবল ভারতেই এইসকল বর্ণ আছে। অন্য কেউ এই বর্ণগুলোতে আসতে পারবে না। কেবল তোমরাই এই বর্ণগুলোতে চক্রাকারে আসা যাওয়া করো। তোমাদেরকেই পুরো ৮৪ জন্ম নিতে হয়। জ্ঞানের তৃতীয় নয়নও কেবল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মনদেরই খোলে। তারপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তাহলে গীতা শাস্ত্র কোথা থেকে এল। যীশু খ্রিস্ট যখন ধর্ম স্থাপন করে তখন বাইবেল শোনায় না, *পবিত্রতার বলের দ্বারা ধর্ম স্থাপন করে*। বাইবেল ইত্যাদি তো পরে বানানো হয়। যখন সেই ধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন চার্চ তৈরি করে। এইরকম ভাবেই অর্ধেক কল্প পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয়। প্রথমে একজনেরই অবিমিশ্র ভক্তি শুরু হয়, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের। এখন তো দেখো পঞ্চতত্ত্বেরও পূজা করে। একে বলা হয় তমোপ্রধান পূজা। এটাও অবশ্যই হবে। ভক্তিমার্গে শাস্ত্রও প্রয়োজন। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো শাস্ত্র নেই। মহাভারতের যুদ্ধের কথাও গীতাতে আছে। গায়ন আছে যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা নির্গত হয়েছে। সত্যযুগী রাজধানী অবশ্যই বিনাশের পরেই স্থাপন হবে। ভগবানই এই যজ্ঞের রচনা করেছেন, একে *রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ* বলা হয়। জ্ঞান কেবল শিববাবাই দেন। *বাস্তবে ভারতের শাস্ত্র হল একটাই*। যেরকম যীশু খ্রিস্টের বাইবেল - তাঁর জীবন কাহিনীকে বাইবেল বলা হয়না। আমাদের কেবল জ্ঞানের সাথেই সম্বন্ধ। জ্ঞানদাতা কেবল একজনই, তিনিই বিশ্বের মালিক। তাঁকে ব্রহ্মান্ডের মালিকও বলা যাবে। কিন্তু তিনি সৃষ্টির মালিক হননা। তোমরা বাচ্চারাই সৃষ্টির মালিক হও। বাবা বলছেন, আমি অবশ্যই ব্রহ্মান্ডের মালিক, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে ব্রহ্মলোকে থাকি। যেরকম বাবা ওখানে থাকেন সেইরকম আমরাও ওখানে যাবো। তাই আমরাও মালিক হয়ে গেলাম। বাবা বলছেন, তোমরা সমস্ত সন্তানরা আমার সাথে ব্রহ্মান্ডতে থাকো। তাই আমার মত তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক। কিন্তু তোমাদের পদ আমার থেকে উঁচু। তোমরাই মহারাজা, মহারানী হও। তোমরাই আবার পূজ্য থেকে পূজারী হও। আমি এসেই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমি তো জন্ম-মরণের ঊর্ধ্বে। তাই সাধারণ শরীরের আধার নিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমাদেরকে শোনাই। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এমন কোনো বিদ্বান-পন্ডিত নেই যে ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্মবতন এবং সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে জানে। তোমরা জানো যে জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর তো এক পরমাত্মাই। তাঁর মহিমা তখনই করা হয় যখন উনি আমাদেরকে জ্ঞান দেন। জ্ঞান না দিলে কিভাবে মহিমা করা হবে। তিনি কেবল একবার এসেই বাচ্চাদেরকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন। ২১ জন্মের সীমিত সময়ের জন্য, এমন নয় যে সদাকালের জন্য দেন। ২১ প্রজন্ম অর্থাৎ ২১ জন্মের বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত। তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাও। এমন নয় যে একজনের জন্য ২১ প্রজন্মের উদ্ধার হয়ে যাবে। এটা তো বোঝানো হয়েছে যে এই রাজযোগের দ্বারা তোমরা রাজাদের রাজা হয়ে যাও। তারপর ওখানে আর জ্ঞানের প্রয়োজন থাকেনা। সেখানে তোমাদের সদগতি হয়ে যায়। জ্ঞান তো তাদেরই প্রয়োজন যারা দুর্গতিতে আছে। তোমরা এখন সদগতিতে যাচ্ছ, রাবণ তোমাদেরকে দুর্গতিতে নিয়ে এসেছিল। এখন সদগতিতে যেতে হলে বাবার হতে হবে, প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা, কেবল তোমাকেই সর্বদা স্মরণ করব। দেহের অভিমান ত্যাগ করে সর্বদা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকব, ঘর গৃহস্থতে থেকেও আমরা পবিত্র থাকব। মানুষ বলে যে এটা কিভাবে সম্ভব। আরে, বাবা বলছেন যে এই অন্তিম জন্মতে পবিত্র হয়ে

আমার সাথে যোগ লাগলে তোমাদের বিকর্ম অবশ্যই বিনাশ হবে এবং সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। *দৈবী দুনিয়ার সার্বভৌমত্ব* হল তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সেটাই এখন পাচ্ছ। তারপর যে যত প্রতিজ্ঞা করবে, বাবার সহযোগী হবে... এটা তো তোমরা জানো যে বিনাশ অতি নিকটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এলো কি এলো। তাই বাবা বলছেন নিজের সমস্ত জিনিসপত্র ট্রান্সফার করে তুমি ট্রাস্টি হয়ে যাও। বাবা তো দালালও, সকল পুরাতন জিনিস নিয়ে নতুন জিনিস দেন। মানুষ মারা গেলে সমস্ত পুরাতন জিনিস কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়ে দেয়। তোমাদের সকল পুরাতন জিনিস মাটিতে চাপা পড়ে যাবে। তাই পুরাতন জিনিসের প্রতি আমিত্ব ত্যাগ করো, একদম নিঃস্ব হয়ে যাও। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে যেটা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। যেই আসুক, তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করো যে বিশ্বের রচয়িতা কে? গড ফাথার তো আছেনই, তাই না? স্বর্গই হল নতুন রচনা। যখন বাবা স্বর্গের রচনা করেন তাহলে আমরা নরকে কেন আছি? কেন স্বর্গের মালিক হচ্ছিনা? রাবণ তোমাদেরকে নরকের বাদশাহ বানিয়েছে। বাবা তো স্বর্গের বাদশাহ বানান। রাবণ দুঃখী করে দেয়, তাই তার প্রতি বিরক্ত হয়ে মানুষ তাকে জ্বালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু রাবণ তো পোড়েই না। রাবণ কি জিনিস সেটা মানুষ বোঝেই না। বলে দেয় যে যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে... গীতা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কোন্ জাতি ছিল সেটা তো বুঝতে হবে। মায়া একদম পতিত বানিয়ে দিয়েছে। কেউই জানেনা যে স্বর্গের রচয়িতা কে। অভিনেতা হয়ে যদি নাটকের লেখক, নির্দেশককেই না জানে তাহলে কি বলবে। বিনাশের জন্য মহাভারতের এই লড়াই হল সবথেকে বড় লড়াই। গায়নও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা... এইরকম তো বলা হয়না যে কৃষ্ণের দ্বারা স্থাপনা। মুখ্য হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যেখান থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। বাবা স্বয়ং বলছেন, আমিই এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছি। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, রুহানী পান্ডা। তোমাদেরকে এখন বাবার কাছে যেতে হবে। ওখান থেকে পুনরায় এই পতিত দুনিয়াতে আসতে হবে। এইগুলো (সেন্টার) হল সত্যিকারের তীর্থ, যা সত্যখন্ডে নিয়ে যায়। ওইসব তীর্থ হল মিথ্যা খন্ডের জন্য। সেসব হল লৌকিক দেহ-অভিমানের যাত্রা। এটা হল দেহী-অভিমানের যাত্রা। তোমরা জানো যে আমরা নতুন দুনিয়াতে এসে সোনার মহল বানাব। এমন নয় যে সাগর থেকে কোনো মহল বেরিয়ে আসবে। তোমাদের তো অনেক খুশি হওয়া উচিত। যেমন পড়াশুনার সময়ে খেয়াল থাকে যে আমি ব্যারিস্টার হব, এই এই করব। *তোমাদেরও এইরকম পরিকল্পনা করা উচিত যে স্বর্গে এইরকম মহল বানাব। আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে লক্ষ্মীকেই বিবাহ করব, সীতাকে নয়। কিন্তু এর জন্য অনেক ভালো পুরুষার্থ করতে হবে*। বাবা এখন সত্যিকারের জ্ঞান শোনাচ্ছেন যেটা শুনে আমরা দেবতা হচ্ছি। পয়লা নম্বর দেবতা হল শ্রীকৃষ্ণ। ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে যারা পাস হয় খবরের কাগজে তাদের তালিকা বেরোয়ে। তোমাদের স্কুলের তালিকারও গায়ন আছে। ৮ জন সম্পূর্ণ পাস হয়, এই ৮ জনই নামিদামি যারা প্রকৃত কাজে আসে। ১০৮ এর মালা তো অনেকেই জপ করে। কেউ কেউ আবার ১৬ হাজারের মালাও তৈরি করে। তোমরা পরিশ্রম করে ভারতের সেবা করেছ তাই সকলেই তোমাদের পূজা করে। একটা হয় ভক্ত মালা, আরেকটা হয় রুদ্র মালা। এখন তোমরা জানো যে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল মাতা এবং শিববাবা হলেন পিতা। দৈবী রাজ্যতে প্রথমে প্রথমে জন্ম নেয় শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে রাধাও অবশ্যই জন্ম নেবে এবং অন্যরাও সাথে থাকবে। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বিমুখ হওয়ার জন্য আজ সমগ্র দুনিয়া দরিদ্র হয়ে গেছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে। এখানে কেউই ধনী কিংবা প্রভু নয়। এইসময়ে তোমাদেরকেই সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে স্মরণের যাত্রাতে তৎপর থাকতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে পুরোপুরি বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) পুরাতন যা কিছু আছে সেই সবকিছুর প্রতি মমত্ব ত্যাগ করে ট্রাস্টি হয়ে বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হতে হবে।

বরদান:- নিজেকে বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত মনে করে ব্যর্থ থেকে মুক্ত থেকে বাবার সমান হও ।

বাবা যেমন বিশ্ব কল্যানকারী, সেইরকম বাচ্চারাও বিশ্ব কল্যানের নিমিত্ত। তোমাদের মত নিমিত্ত আত্মাদের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন হয়। সংকল্প যেমন হয় বৃত্তিও সেইরকমই হয়। সেইজন্য বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত আত্মারা এক সেকেন্ডের জন্যও সংকল্প বা বৃত্তিকে ব্যর্থ করতে পারেনা। যেমনই পরিস্থিতি হোক, ব্যক্তি হোক কিন্তু নিজের ভাবনা এবং বৃত্তি যেন কল্যাণের হয়। যে গ্লানি করে তার প্রতিও যেন শুভ ভাবনা থাকে। তাহলেই ব্যর্থ থেকে মুক্ত বাবার সমান বলা যাবে।

স্লোগান:- সহযোগের শক্তির দ্বারা অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হতে পারে।